গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৭ সংখ্যা | ১০ - ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান মাও সে তুঙ স্মরণে

জন্ম ঃ ২৬-১২-১৮৯৩
মৃত্যু ঃ ৯-০৯-১৯৭৬

"আমাদের দেশে (চীনে) বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শ, মার্ক সবাদ বিরোধী ভাবাদর্শ অনেক দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমরা আমাদের দেশে মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা বদলের মূল লড়াইয়ে আমরা জয়লাভ করেছি। কিন্তু রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ক্ষেত্রগুলিতে আমরা এখনও সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারিনি। আদর্শগত ক্ষেত্রে সর্বহারা এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মধ্যে লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত কে জিতবে তা এখনও পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি। বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে এখনও আমাদের দীর্ঘস্থায়ী লড়াই লড়তে হবে। এটা বুঝতে না পারা এবং আদর্শগত সংগ্রাম বর্জন করা হবে ভুল। সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা, দলের মধ্যে সমস্ত বিষাক্ত আগাছা, সমস্ত মাতব্বরদের সমালোচনার মধ্যে আনতে হবে, কোনও অবস্থাতেই তাদের বিনা বাধায় বাড়তে দেওয়া যাবে না। যদিও সমালোচনা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে, বিশ্লেষণমূলক এবং প্রত্যয় সৃষ্টিকারী। সমালোচনা রুক্ষ, আমলাতান্ত্রিক, মনগড়া বা প্রশ্ন-উর্ধ্ব হবে না।"

চাষি-মজুরের অন্তহীন সংগ্রামের কথা

৩১ আগস্ট জয়নগরে শিবনাথ শাস্ত্রী ভবনে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে গণআন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের শহিদের রক্তধারা বারবার ভিজিয়ে দিয়ে গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের নোনা মাটি। একটি মাত্র জেলাতেই দলের ১৯২ জন বিপ্লবী সৈনিক, আন্দোলনের নেতা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। কত মা-বোনের সম্ভ্রম লুঠ করেছে শাসকের পোষা গুণ্ডা আর পুলিশ বাহিনী। সরকারি গদিতে ক্ষমতাসীন দল পেশি শক্তির জোরে কত প্রতিবাদী পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে, জমির ফসল কেটে নিয়ে, পুকুরে বিষ ঢেলে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে চেয়েছে তার হিসাব রাখাও কঠিন। তবু কি মাথা নোয়াতে পেরেছে প্রতিবাদী মানুষের? পেরেছে সত্যের পথ থেকে সংগ্রামী মানুষকে সরিয়ে দিতে? না, মাথা নোয়ানো যায়নি এই সংগ্রামী চেতনার— উত্তর দিয়ে গেল 'চাষী মজুরের অন্তহীন সংগ্রামের কথা' বইটির প্রতিটি অক্ষর।

৩১ আগস্ট, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের রচনা এই দিনটিকে ঘিরেই। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের ৮০ জন অমর শহিদ, ১৯৯০-এর বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ, মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের অমর শহিদ মাধাই হালদারের স্মরণে এই দিনটিতে সারা বাংলার সংগ্রামী মানুষ শপথ নেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের। দিনটিকে নতুন করে স্মরণীয় করে তুলল ওই দিন ঐতিহাসিক জয়নগর শহরের শিবনাথ শাস্ত্রী হলে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ

পাঁচের পাতায় দেখুন

আফগানিস্তানের ঘটনা আবার দেখাল মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের মিত্রই

বিশ্বের মানুষ অবাক হয়ে দেখল, একটানা ২০ বছর দখলদারি এবং পুতুল সরকারের মাধ্যমে আফগানিস্তান শাসন করার পর মার্কিন শাসকরা সব গুটিয়ে ফিরে গেছে। মার্কিন বাহিনীর হাতে অত্যাধুনিক ট্রেনিং প্রাপ্ত ৩ লক্ষ আফগান সরকারি সেনা এবং ১৪ হাজারের মতো মার্কিন সেনা ছাড়াও ন্যাটোভুক্ত আরও বেশ কয়েকটি দেশের সেনা, ৬০ হাজার তালিবানের কাবুল দখলের বিরুদ্ধে কার্যত কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টাই করেনি। আফগান সেনাবাহিনী যেন অপেক্ষা করে ছিল, কখন তালিবান এসে তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়! মার্কিন শাসকদের বসানো পুতুল সরকারের প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি আহমদজাই জনগণকে অসহায় অবস্থায় রেখে লুটের বখরা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এখন তালিবান যোদ্ধারা মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড কার, হেলিকপ্টার নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, প্রবল প্রতাপশালী মার্কিন বাহিনী সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেছে— এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যে মার্কিন বাহিনী চাইলে একটা সুইচ টিপেই হাজার হাজার মাইল দূরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ফেলতে পারে, তারা চাইলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি

নিঃশব্দ মৃত্যু পরোয়ানা

রান্নার গ্যাসের দাম আর এক দফা বেড়ে ৯১১ টাকা সিলিন্ডার। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার মাসখানেক আগে এই দাম ছিল ৪১০ টাকা। সাত বছরে মোদি শাসনে ৫০০ টাকার উপর দাম বৃদ্ধি। এই অতিমারি ও লকডাউনের মতো দুঃসময়ে দাম বাড়ানো হয়েছে ২৯০.৫০ টাকা।

শুধু কি জ্বালানির দাম বেড়েছে? খাদ্যের দামও বেড়েছে প্রচুর। রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সূচক অনুযায়ী, গত এক বছরে গড়ে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ৩১ শতাংশ। এর ফলে দেশের বেশিরভাগ মানুষকে খাদ্য জোগাড় করতেই হিমসিম

পাঁচের পাতায় দেখুন

- কর্পোরেটপন্থী কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার
- কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়কমূল্য আইনসঙ্গত করা
- নয়া বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে

সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে ২৭ সেপ্টেম্বর

ভারত বনধ সফল করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

আফগানিস্তান ঃ মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের মিত্রই

একের পাতার পর

তালিবানের মতো একটা একেবারেই প্রান্তিক শক্তিকে কাবু করতে পারত না? বোঝাপড়ার ভিত্তিতে মার্কিন সেনা তালিবানের হাতে শাসন তুলে দিতে না চাইলে এমনটা ঘটতে পারে কি?

মার্কিন বাহিনীকে এভাবে আফগানিস্তান ছাড়তে দেখে অনেকে মনে করেছেন, এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়। অনেকে আবার ভেবেছেন, তালিবান যেহেতু আফগানিস্তানেরই একটি শক্তি, অতএব স্বদেশি শক্তির হাতেই ক্ষমতা গেছে! এর মধ্যে কেউ কেউ আবার আফগান জাতীয়তার উত্থানের সম্ভাবনাও দেখছেন। এই প্রশ্নে অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে আফগানিস্তান পরিস্থিতির বিচার করা আজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে অত্যন্ত জরুরি।

তালিবান মুখপাত্ররা আপাতত শান্তি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার মূল্য যে কার্যত শূন্য, তা বোঝা যাচ্ছে ক্ষমতা দখলের পরই তাদের আচরণে। তারা সাধারণ আফগানদের উপর গুলি চালাচ্ছে, মহিলাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছে— কঠোরভাবে শরিয়তি আইন মেনেই তাঁদের চলতে হবে। ৪ সেপ্টেম্বর মহিলাদের অধিকারের দাবিতে কাবুলে মিছিল হলে প্রবল অত্যাচার চালিয়েছে তালিবান বাহিনী। আধুনিক শিক্ষার যতটুকু ব্যবস্থা আফগানিস্তানে হয়েছিল, তাকে পাল্টে 'ইসলামিক শিক্ষা' ব্যবস্থা চালুর কথা বলেছে তালিবান। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে ইসলামে গান নিষিদ্ধ এই অজুহাতে তারা লোক শিল্পীকে হত্যা করেছে। একাধিক সাংবাদিককে গুলি করে মেরেছে, টিভি চ্যানেলে ঢুকে বন্দুক ধরে ফতোয়া মেনে সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য করছে। এদিকে এই সুযোগে মার্কিন শাসকদের হাতেই একদা সৃষ্ট আইএস-খোরাসান গোষ্ঠীর নামে আর একদল সন্ত্রাসবাদী কাবুলে এবং অন্যত্র হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে ডামাডোলের বাজারে সামনে এসে ক্ষমতার ভাগ চাইছে।

আফগানিস্তানের গণতন্ত্রীকরণ বারবার ব্যাহত হয়েছে

আফগানিস্তানের পাহাড় এবং উপত্যকা ঘেরা বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে আঞ্চলিক উপজাতীয় প্রধান, তাদের যুদ্ধ সেনাপতি এবং সামন্ততান্ত্রিক মোল্লা-মৌলবীদের দাপটই ছিল শেষ কথা। আফগান ভূখণ্ডকে ঘিরে কোনও অখণ্ড আফগান জাতীয়তাবাদও তৈরি হয়নি। আমির আমানুল্লার মতো কোনও কোনও শাসক উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কারের চেষ্টা করলেও অচিরেই তা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য দুর্বল হলে রাজা জাহির শাহ আধুনিকতার দিকে কিছু সামাজিক পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য চেয়েও না পেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝোঁকেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। সে সময় মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানের মতো মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে ভেঙে আধুনিক শিক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা, নারী মুক্তির ব্যাপক আন্দোলন চলছিল। মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশেই যার প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। নারীর অধিকারের দাবি উঠতে থাকে। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও সোভিয়েত নেতৃত্ব কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করেই আন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা চর্চার পরিবেশ তৈরির সামাজিক আন্দোলন যাতে তৈরি হয় তার চেষ্টা করেন। কিছু গণতান্ত্রিক শক্তিও গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৫ সালে গোপনে আফগান কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়। বামপন্থী দল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ আফগানিস্তান (পিডিপিএ) -ও জন্ম নেয়। তারা ১৯৬৯ সালে সংসদে একজন প্রতিনিধি পাঠাতেও সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জয়যাত্রা আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিগুলিকে শক্তি দেয়। তাঁরা আফগানিস্তানের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে একেবারে নিচুতলা থেকে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব সোভিয়েতে ক্ষমতা দখল করার পর তারা সাম্রাজ্যবাদীদের পাল্টা সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চল তৈরির ভ্রান্ত নীতি নেয়।

সোভিয়েত নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৩ সালে দাউদ খান প্রাসাদ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাজাকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করে আফগানিস্তানকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক) ঘোষণা করেন। দাউদ খান ক্ষমতা পেয়েই তাঁর পুরনো উদার ভাবমূর্তি ছেড়ে ক্রমাগত স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকেন। এর মোকাবিলায় আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষকে সামিল করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার বদলে সংশোধনবাদীরা নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্যুপের মতো ঘটনাপ্রবাহের সাহায্যে দাউদ খানকে সরিয়ে পিডিপিএ-র 'খালক' গোষ্ঠীর নেতা মহম্মদ তারাক্কিকে ক্ষমতায় বসায়। এক বছর যেতে না যেতেই সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লা আমিন সোভিয়েত পক্ষ ত্যাগ করে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে 'মুজাহিদিন'দের সাহায্য নিতে থাকেন। তাঁর মদতে তারাক্কি খুন হন। এই সুযোগে মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ প্রত্যক্ষভাবে 'মুজাহিদিন' নাম দিয়ে মৌলবাদী শক্তিগুলিকে সংগঠিত করে প্রস্ফুটিত হতে থাকা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করার কাজটি চালিয়ে যেতে থাকে। তারা অঢেল অস্ত্র ও অর্থ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতে তুলে দেয়। আফগানিস্তান জুড়ে তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হাফিজুল্লা আমিন মার্কিন সাহায্যে 'ডেমোক্রেটিক আফগান রিপাবলিক' ভেঙে দিতে চাইলে আফগান সরকারের একাংশের আহ্বানের যুক্তিতে ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। হাফিজুল্লা আমিন সহ তার অনুগামীদের মৃত্যুদণ্ড হয়। রাষ্ট্রপতি হন বারবাক কারমাল। আফগানিস্তানের জনগণ এমনিতেই কাবুলের উপর সোভিয়েতের একের পর এক গা-জোয়ারি সিদ্ধান্তকে মানতে পারছিল না। তার উপর এই সামরিক হস্তক্ষেপকে তারা তাদের স্বাধীনতার উপর আঘাত হিসাবেই নেয়। আফগানিস্তানের পাহাড়ে উপত্যকায় প্রতিরোধ সংগঠিত হতে শুরু করে। রক্তাক্ত সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন আফগানিস্তান থেকে লক্ষাধিক মানুষ পাকিস্তান, ইরান ইত্যাদি দেশে পালিয়ে যান। ১৯৮৭ সালে পিডিপিএ নেতা মহম্মদ নাজিবুল্লা সোভিয়েত সাহায্যে প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু নানা ঘটনাবলীর কারণে ১৯৮৮ সালের জেনেভা চুক্তি মেনে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। জেনেভা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সোভিয়েত সামরিক বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়লেও শর্ত লঙ্ঘন করে মার্কিন শাসকরা মুজাহিদিনদের অস্ত্র সরবরাহ চালিয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তানের মাটিতে সিআইএ মুজাহিদিনদের সশস্ত্র ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠিত করে। দেশের বহু অংশে প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লা সরকারের কার্যত কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না। তিনি কিছুদিন দুর্বলভাবে চেষ্টা করেছিলেন আফগানিস্তানে নারী শিক্ষা এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন চালু করতে। কিন্তু মৌলবাদীদের সাথে সমঝোতা করে ক্ষমতা ধরে রাখতে ১৯৯০ সালে তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বাদ দিয়ে আফগানিস্তানকে 'ইসলামিক রিপাবলিক'-এ পরিণত করা, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে মেনে নেওয়া এইসব পদক্ষেপ নিতে থাকেন। কিন্তু এই আপসেও কাজ হয় না। ১৯৯১ সালের পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় আফগানিস্তানের বুকে গণতান্ত্রিক শাসন, আধুনিক শিক্ষা, নারীর অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কবর রচনায় আরও বেশি সাহায্য করে। ১৯৯২ সালে মুজাহিদিনরা মার্কিন মদতে কাবুল দখল করে। নাজিবুল্লা রাষ্ট্রসংঘের আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচান। কিন্তু গৃহযুদ্ধ থামার বদলে বেড়ে যায়। ১৯৯৭ সালে নাজিবুল্লাকে রাষ্ট্রসংঘের দূতাবাস থেকে বার করে এনে কাবুলের রাস্তায় প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয় তালিবানরা।

ভ্রান্ত সোভিয়েত পদক্ষেপের সুযোগ নিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের এই পাহাড়প্রমাণ ভ্রান্তির সুযোগে বামপন্থা ও সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাকে পুরোপুরি শেষ করার জন্য সৌদি আরবের নাগরিক ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে উড়িয়ে আনে সিআইএ। তাকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দিয়ে ১৯৮৮ সালে গড়ে তোলে আল কায়দা সংগঠন। পাকিস্তানের বুর্জোয়া শাসকদের নানা সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে সিআইএ পাকিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান জুড়ে ইসলামিক মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা করতে থাকে। ট্র্যাজেডি হল, আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী সকল উপজাতি, সমস্ত ধর্মের মানুষ চাইছিল স্বাধীনতা— অথচ তার সম্বন্ধে তাদের কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আফগানিস্তানের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অনাথ কিশোর-যুবকদের কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ সালে মার্কিন ও পাকিস্তানী বুর্জোয়া শাসকরা মৌলবাদী শক্তির সাহায্যে গড়ে তোলে তালিবান। ধর্মীয় কড়া অনুশাসনের ভিত্তিতে কিছুটা শৃঙ্খলা আনা, আফিম চাষ বন্ধ করা ও গৃহযুদ্ধ থামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা জনমানসে জায়গা নিতে চেষ্টা করে। ১৯৯৬ সালে পরোক্ষ মার্কিন মদতেই তারা কাবুল দখল করে।

তালিবানের চরম অত্যাচারী শাসন

আফগানিস্তানের মাটির তলায় থাকা লিথিয়াম, তামা, সোনা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের মূল্য এক দশক আগে নির্ধারিত হয়েছিল প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার। শুধু তাই নয় ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে আফগানিস্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। তেল সমৃদ্ধ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, রাশিয়া, চিন, ভারতীয় উপমহাদেশের এক সংযোগস্থল তার অবস্থান। এই ভূখণ্ড তেলের পাইপলাইন টানার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তানের এই সম্পদ ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান দখলের জন্য পুঁজিবাদী চিন ও রাশিয়ার সাথে মার্কিন সাম্রাজবাদের টক্কর চলছে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন শাসকরা অজুহাত খুঁজছিল কখন তালিবান জমানাকে হটিয়ে পুতুল সরকারের মাধ্যমে তাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসানের পথ পরিষ্কার করা যায়। সে সুযোগ মার্কিন শাসকরা পেয়ে যায় ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায়। এই ঘটনার সাথে ওসামা বিন লাদেন ও আলকায়দা যুক্ত এবং তালিবান তাকে আশ্রয় দিয়েছে, এই অভিযোগে মার্কিন সেনা আফগানিস্তানে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। বিপুল ধ্বংসলীলা চালানোর পর তারা হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি করে। পরে নির্বাচনের প্রহসনের মধ্য দিয়ে সরকারকে তারা স্থায়ী রূপ দেয়। মার্কিন প্রতিশ্রুতি ছিল স্বচ্ছ প্রশাসন ও এক আধুনিক ইসলাম তারা উপহার দেবে।

আফগান জনগণের চরম দুর্দশা

২০ বছর ধরে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে মার্কিন বাহিনী যে নির্বিচার বোমা বর্ষণ করেছে, সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়, পর্বত জনপদ ধ্বংস করেছে সেই যুদ্ধে ১ লক্ষ ৬৭ হাজারের বেশি অফগান নাগরিক ৪ হাজার মার্কিন ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। ২০ হাজারের বেশি মার্কিন সৈন্য আহত হয়েছে। এই সময় ৩২ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছেন, ২৭ লক্ষ মানুষ দেশছাড়া হয়েছেন (বিবিসি নিউজ, ২৯ আগস্ট২০১৯) সরকারি হিসাবেই শুধু শেষ দশ বছরে বরফে জমে, খিদের চোটে মারা গেছে ৮০০০-এর বেশি শিশু (আল জাজিরা, ১০ মে, ২০২১) মার্কিন পুতুল সরকারের সদ্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি নিজেই বলেছেন, আফগানিস্তানে ৪০ কোটি জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের আয় দিনে ২ ডলারের কম। মাথা পিছু আয়ের নিরিখে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ১৭৭ নম্বরে আছে আফগানিস্তান। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

জয়নগরের সংগ্রামী ঐতিহ্য ইতিহাসে লেখা থাকবে ঃ প্রভাস ঘোষ

৩১ আগস্ট জয়নগরের সভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ অনলাইনে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থেকে আমাকে দূর থেকে এভাবে বলতে হচ্ছে, এটা আমার কাছে খুব দুঃখজনক। আমি প্রথমে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি— সে যুগে যাঁরা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বুকে নিয়ে বীরত্বপূর্ণ কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন তার শেষ জীবিত প্রতিনিধি— কমরেড রবীন মণ্ডলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে গৌরবময় শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন এবং যে সব বীর যোদ্ধা বার্ধক্যের কারণে বা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমি লাল সেলাম জানাচ্ছি।

যে উপলক্ষে আজকের অনুষ্ঠান, এই পুস্তকের রচনা, প্রকাশনা অনুষ্ঠান, কারও কারও কাছে, হয়ত মনে হবে সামান্য ও সীমিত। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে, সময়ের গতিধারায় এর তাৎপর্য অসামান্য, গুরুত্ব অপরিসীম। পুস্তকটির আয়তন হয়তো ক্ষুদ্র, কিন্তু এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের একেবারে পূর্ণ না হলেও নানা ঘটনা, কাহিনি, যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিরাট। আমি জানি কোনও সংবাদমাধ্যমে এই সংবাদ প্রচারিত হবে না।

এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা, এই জয়নগর শহর বা এখানকার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাগুলোর প্রতি আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিশেষভাবে ঋণী। ইতিহাসে এক একটা স্থান থাকে, এক একটা দিন থাকে সাধারণভাবে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিশেষ কারণে সেগুলো অসাধারণ গুরুত্ব পায়। পূর্বতন যুগে ধর্মপ্রচারকরা যে সব স্থানে তাঁদের প্রথম সাধনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে যে স্থান থেকে নবজাগরণের মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারও পরে ফরাসি বিপ্লব যেখান থেকে সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে প্যারি কমিউন যেদিন শুরু হয়েছিল, মহান মার্কস-এঙ্গেলস যেখানে বসে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তার সাধনা করেছিলেন, যেদিন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, মহান লেনিন যে স্থানে কনভেনশন করে বলশেভিক পার্টি গঠন করেছিলেন, যে স্থানে বসে বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে দিন বিপ্লব শুরু করেছিলেন, যে দিন বিপ্লবের সাফল্য এসেছিল, মহান স্ট্যালিন লেনিনের মতবাদের পাশে থেকে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার যে শপথ নিয়েছিলেন, যে দিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন, চিন বিপ্লবের রূপকার মহান মাও সে তুঙ যে দিন পার্টি গঠন করেছিলেন, লং রুট মার্চের জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন, আমাদের দেশে নবজাগরণ, যাঁরা উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর, তাঁরা যে স্থানে যে দিন শুরু করেছিলেন, বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেখানে বসে প্রথম বৈঠক করেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, নেতাজি, ভগৎ সিংদের স্মৃতিবিজড়িত এইরকম বহু বিশেষ দিন ও স্থান আছে, যা ইতিহাসে অতুলনীয় ঐতিহ্য বহন করছে।

তেমনই ভারতের বুকে প্রথম যথার্থ সর্বহারা শ্রেণির দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল এই জয়নগর শহরেই। সে অর্থে জয়নগর শহর ইতিহাসে স্থায়ী একটা স্থান অধিকার করে থাকবে। সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমি যখন বুঝলাম, এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হতে চলেছে, সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে পুঁজিবাদী শোষণ কায়েম হতে চলেছে কারণ দেশে একটা প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবী দল নেই, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, সেই বিপ্লবী দল গঠন করতে হবে। বলেছেন, তখন আমার সাথে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গী। অন্য বামপন্থী দলগুলি সকলে হেসেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে; বলেছে, তুমি পারবে না। তোমার লোক নেই, অর্থ নেই, প্রচার নেই। বলেছেন, সেই সময় দিনের পর দিন আমি না খেয়ে থেকেছি। মাথা গোঁজার স্থান ছিল না। কিন্তু আমি বলেছি, বিপ্লবের প্রয়োজনে যা সত্য বলে বুঝেছি আমি তা পরিত্যাগ করতে পারব না। আমি লড়তে লড়তে মরব, মরতে মরতে লড়ব, আমি হয়ত গাছতলাতেই মরব, হয়ত আমার মৃত্যুর খবরও কেউ রাখবে না। কিন্তু আমার লড়াইয়ে সত্য থাকলে ইতিহাস তার মূল্য দেবে।

সেই সময় ১৯৪৫, ৪৬, ৪৭ সালে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন এই জয়নগর শহরের শহিদ কানাইলাল ভট্টাচার্যের বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আর একজন বিপ্লবী যোদ্ধা কমরেড শচীন ব্যানার্জী। কমরেড শচীন ব্যানার্জী এবং তারও আগে কমরেড নীহার মুখার্জী সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কমরেড শচীন ব্যানার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষকে ডেকে এনে স্থান করে দিয়েছিলেন এই জয়নগর শহরে। তার আগে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এখানে বিপ্লবী সাধনায় ক্লাব করেছেন, বেশ কিছু যুবককে একত্রিত করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক হিসাবে তাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এই শহরেই ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল ভারতে সর্বহারা বিপ্লবের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এই শহরেরই রূপ অরূপ হলে। ওই হলে আমিও মিটিং করেছি। বহুবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরে, কুলতলিতে গেছি যখনই এই হলের পাশ দিয়ে গেছি, আমি এই হলের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করেছি সে দিনের কথা। আমি জানি আমাদের যে সব কমরেড অন্য প্রদেশ থেকে, অন্য জেলা থেকে আসেন, বিদেশ থেকেও আসেন তাঁরাও কিন্তু এই শহরটিকে দেখতে চান, এই হলটি দেখতে চান। গভীর আবেগে, শ্রদ্ধায় অভিভূত হন। একটি ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে এই হল ইতিহাসে থাকবে।

সেদিন যে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমি দরকার হলে না খেয়ে মরব, অনাহারে মরব, আমার মৃত্যুর খবরও হয়ত কেউ রাখবে না, কিন্তু আমার বিপ্লবী সাধনায় সত্য থাকলে একদিন ইতিহাস তার মূল্য দেবে। আমরা জানি ইতিহাস তার মূল্য দিয়েছে। কোনও খবরের কাগজ শিবদাস ঘোষের বার্তা বহন করেনি। অর্থের জোরে নয়, এমএলএ এমপি-র জোরে নয় মন্ত্রীত্ব কিংবা সরকারের জোরে নয়, এই দল এগিয়েছে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শের শক্তিতে, সত্য সাধনার শক্তিতে। সত্যের শক্তি অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য, ইতিহাসে বারবার তা প্রমাণিত। আজ ভারতবর্ষের ২৮টি রাজ্যে হাজার হাজার কর্মী, লক্ষ লক্ষ সমর্থক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে বহন করছে এবং গণআন্দোলন সংগঠিত করছে। আর সেদিন যে দলগুলি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল, তারা আজ কোথায়! আরসিপিআই দলের অস্তিত্বই নেই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি বিলুপ্তির পথে। ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতার অধিপতি একদা ক্ষমতা মদমত্ত সিপিএমও একদিকে বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের কাঁধে হাত রেখে, অন্য দিকে সদ্য আবিষ্কৃত এক 'সেকুলার' বন্ধু পিরজাদার কাঁধে হাত দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, দলে প্রাণ সঞ্চারের জন্য যুবকদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিহাসের নিয়মেই নীতি-আদর্শ বর্জিত গদিসর্বস্ব এই দলগুলির আজ এই দশা!

এই জেলার কুলতলি, মথুরাপুর, জয়নগর এই সব নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই জমিদারদের শোষণ অত্যাচার চলত। পরে কংগ্রেসি শাসনে এরাই জোতদার হয়। গরিব কৃষক, ভাগচাষি খেতমজুরদের উপরে এরা নিপীড়ন চালাত, অত্যাচার চালাত। থানা পুলিশ পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এদের শোষণ-অত্যাচার চলত। এখানকার গরিব মানুষ ভাবত এটা ভাগ্যের বিধান, পূর্বজন্মের কর্মফল, এ খোদার মর্জি, এ ছাড়া আর কোনও গতি নেই। এ কর্মফল ভোগ করতে হবে। তারা পড়ে পড়ে মার খেত, অত্যাচার ভোগ করত। কত অসহায় নারী আর্তনাদ করত। সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বহন করে কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এবং তারপর আরও— কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড রবীন মণ্ডল যিনি এখানে বসে আছেন, কমরেড রেণুপদ হালদার, কিছুদিন পরে কমরেড আমিরালি হালদার এবং নলিনী প্রামাণিক, কমরেড আমিনউদ্দিন আখন্দ— এই রকম আরও অনেকে, যাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গরিব মানুষকে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন, ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। এরই ফলে গড়ে উঠেছিল একটা মরণপণ সংগ্রাম, দুর্জয় সংগ্রাম। এই গরিবরা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে, বলিষ্ঠভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে প্রথম কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কৃষক আন্দোলন এর আগে হয়েছে, ব্রিটিশ আমলে হয়েছে, অন্য রাজ্যেও হয়েছে। কিন্তু যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে যথার্থ কৃষক আন্দোলনের সূচনা, গণআন্দোলনের সূচনা ভারতের ইতিহাসে প্রথম এখানেই সংগঠিত হয়েছিল। সেই অর্থেও এখানকার মাহাত্ম্য অত্যন্ত গৌরবজনক।

১৯৫১ সালে আমার ছাত্রজীবনে প্রথম আমি এই জেলায় গিয়েছিলাম। রবীন মণ্ডলরা তখন নেতা, আমি সাধারণ কর্মী। আমি দেখেছি শুধু পুরুষরা নয় মহিলারাও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য, তাঁকে এবং অন্য নেতাদের পুলিশি অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের সাথে লড়াই করেছে। তারা মার খেয়ে, অত্যাচার ভোগ করে, কারারুদ্ধ হয়ে, প্রাণ দিয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে দাবি আদায় করেছিল, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইভাবে এইখানে প্রথম গড়ে উঠেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর এক শক্তিশালী ঘাঁটি। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ঘাঁটি। এই অর্থে তার একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে।

কাপুরুষতা নয়, ভয়-ভীতি নয়, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বীরের মতো কী ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়, গুলির মুখে দাঁড়িয়ে, অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে, রক্ত ঢেলে কী ভাবে লড়াই করতে হয়, শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হয় তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই জেলাই প্রথম। আজ সারা ভারতে নানা রাজ্যে আমাদের কর্মীরা লড়ছে, রক্ত দিচ্ছে এবং শহিদের মৃত্যুবরণ করছে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই জেলাই।

এই জেলা থেকেই প্রথম কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী বিধানসভায় নির্বাচিত হন। বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি দেখান, লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী কী ভাবে বিধানসভা থেকেও বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির আসল চরিত্র দেখিয়ে বিপ্লবের স্বার্থে বাইরের বিপ্লবী আন্দোলন, গণআন্দোলনকে সংগঠিত করতে হয়। দেখিয়েছিলেন নির্বাচন নয়, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ বিপ্লব। পরবর্তীকালে এখান থেকেই কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ছাড়াও কমরেড রবীন মণ্ডল, কমরেড রেণুপদ হালদার, প্রবোধ পুরকাইত নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তাঁরা একই ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই জেলারই প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় দেখিয়েছিলেন মন্ত্রিত্বে থেকেও কীভাবে বিপ্লবের স্বার্থে কাজ করতে হয়। সিপিএম সেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় ছিল, তারা কংগ্রেসি কায়দায় সরকার চালাতে চেয়েছিল। যখন প্রশ্ন

চারের পাতায় দেখুন

জয়নগরের সংগ্রামী ঐতিহ্য ইতিহাসে লেখা থাকবে

তিনের পাতার পর

উঠেছিল, এই সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, গণআন্দোলন পুলিশ দিয়ে দমন করবে কি না— কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আমরা কমিউনিস্ট হিসাবে, বিপ্লবী হিসাবে এই কাজ করতে পারি না। আমরা গণআন্দোলনে, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ করতে দিতে পারি না। লেনিনের সময় এই প্রশ্ন আসেনি যে, কমিউনিস্টরা একটা সরকারে যাবে। লেনিন পার্লামেন্টারি ইলেকশনে যেতে বলেছিলেন, যতক্ষণ জনগণ ভোট সম্পর্কে মোহমুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ মোহমুক্ত করার জন্য নির্বাচনে যেতে হবে, আবার বাইরে শ্রেণিসংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু সরকার গঠন করার পরিস্থিতি এলে, সেই সরকারকে কীভাবে বিপ্লবের স্বার্থে, গণআন্দোলনের স্বার্থে, শ্রেণিসংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয় সেটা লেনিনের শিক্ষায় ছিল না। কারণ এভাবে সরকার চালাবার সুযোগ আসেনি। এই শিক্ষা প্রথম উপস্থিত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। এটাও একটা ইতিহাস। সেই ভূমিকা কার্যকর করেছিলেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। পশ্চিমবঙ্গে প্রবল শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের, গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। তার ঢেউ ভারতের অন্য রাজ্যেও পৌঁছায়। ভীত-সন্ত্রস্ত পুঁজিপতিরা-সাম্রাজ্যবাদীরা, যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দল, সিপিএম, সিপিআই তখন বাংলা কংগ্রেসের উপর চাপ দেয় শ্রমমন্ত্রীর পদ থেকে এইইউসিআই (সি)-র প্রতিনিধি সুবোধ ব্যানার্জীকে অপসারণের জন্য। এটাই তারা কার্যকর করে ১৯৬৯ সালে তাঁকে শ্রমদপ্তরের পরিবর্তে পূর্তদপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে। তা সত্ত্বেও আমাদের দল সরকারে থেকে গেল মন্ত্রীত্বের মোহে নয়, সরকারে থেকে গণআন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ মুক্ত রাখার ঘোষিত নীতিকে রক্ষা করার জন্য, কার্যকরী রাখার জন্য।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী পূর্তদপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীদের স্বীকৃতি দিতে প্রথম শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই মূর্তি হাইকোর্টের সামনে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লবীদের প্রেরণা হিসাবে। এই মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষেরই আর একজন ছাত্র শিল্পী কমরেড তাপস দত্ত। এইভাবে বিপ্লবীদের মূর্তি স্থাপনের একটা আন্দোলনের সূচনা হয় সেই সময়ে। এই ভূমিকাগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে বারবার নির্বাচিত হয়ে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারও একই বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। নির্বাচিত হয়ে কমরেড তরুণ নস্করও এই ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকেই ১৯৬৭ সালে আমাদের দলের কমরেড চিত্ত রায় লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আবার ২০০৯ সালে কমরেড তরুণ মণ্ডল নির্বাচিত হয়ে একজন বিপ্লবী পার্লামেন্টে কী ভূমিকা পালন করেন, তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এ দেশে। এইগুলি ইতিহাস।

জয়নগর, কুলতলি, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং এই সমস্ত জায়গায় আমি নিজে ১৯৫১ সালের পর বহু গ্রামে ঘুরেছি,

প্রকাশিত বইটি কমরেড প্রভাস ঘোষের হাতে তুলে দেওয়া হল

অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরেছি। যাঁরা শহিদ হয়েছেন, যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন, এঁদের অধিকাংশই আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুজনিত বেদনা আমি আজও বুকে বহন করি। আমি তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমি বহু সংগ্রামী মহিলাকে পেয়েছি। কৃষক নারী-যোদ্ধাকে পেয়েছি, বহু যুবককে পেয়েছি। সেই সময় এখানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী মানুষ বেশি ছিল না। কিন্তু তখনকার মানুষ ছিল অত্যন্ত সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ। তারা প্রশ্ন করেনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কটা এমএলএ আছে। সরকারে আছে কি না। পঞ্চায়েত আছে কি না। থানা পুলিশ পক্ষে আছে কি না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, সত্যের আবেদন, বিপ্লবের আবেদন, এই আবেদনে সাড়া দিয়েই তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সংগ্রাম করেছিলেন। এই সংগ্রামে কত শত গরিব মানুষ বারবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, নির্যাতিত-আক্রান্ত হয়েছেন, কত রক্ত ঝরেছে গ্রামে গ্রামে। বেশ কিছু বীর যোদ্ধাকে কংগ্রেস খুন করেছে, সর্বাধিক খুন করেছে সিপিএম সরকারে থাকাকালীন, তৃণমূলও খুন-সন্ত্রাস শুরু করেছে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের এই ঘাঁটিকে উৎখাত করার জন্য, বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে এখান থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে ভোটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, প্রলোভন দেখিয়ে, টাকা দিয়ে, জবরদস্তি করে এই দলকে ভোটে হারানো যায়, কিন্তু গরিব মানুষের মন থেকে মোছা যায় না। তাই আজও যখন পূর্বতন নেতারা প্রয়াত, বহু বীর যোদ্ধা নিহত, আরও বেশ কিছু কারারুদ্ধ, ভোটেও পরাজিত— তা সত্ত্বেও এস ইউ সি আই (সি)-র প্রভাব গ্রামে গ্রামে,ঘরে ঘরে, মানুষের মনে। এটা কেউই মুছতে পারেনি। আজও তাঁদের বিবেকের একান্ত আকুতি দল আরও শক্তিশালী হোক, পুনরায় তাঁদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিক।

আজ বহু সংকটের মধ্য দিয়ে, দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। আপনারা জানেন পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত সংকটের মুখে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট, নীতি নৈতিকতার সংকট, সামাজিক সংকট ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। এতবড় সংকট মানবসভ্যতার সামনে ইতিপূর্বে আসেনি। কংগ্রেস শাসন থেকেই শুরু, আজ বিজেপির শাসনে বাড়তে বাড়তে কোটি কোটি বেকার, কোটি কোটি শ্রমিক কর্মহীন। লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। যেগুলো আর খুলবে না। আমাদের দেশে পাবলিকের টাকায় নির্মিত কয়লাখনি, লোহার খনি, ইস্পাত কারখানা, রেল লাইন, রাস্তাঘাট সব বিক্রি করে দিচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনালদের কাছে। এখন বিজেপি সরকারে আছে। তারা মাল্টিন্যাশনালদের হয়ে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হয়ে কাজ করছে। এর ফলে একদিকে তাদের কোটি কোটি টাকা মুনাফা বাড়ছে, আর অন্য দিকে মানুষ পথের ভিখারি হচ্ছে। কোটি কোটি গরিব মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করছে। লক্ষ লক্ষ শিশু জানে না তাদের বাবা মা কে। তারা ভিক্ষা চায়। লক্ষ লক্ষ ফুটপাথবাসী, ঘর নেই— এইরকম একটা অবস্থা। গ্রামে ছেলেরা মেয়েরা দলে দলে ঘুরছে কোথায় কাজ পাবে। যা মজুরি পাবে তাতেই তারা কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কাজ কোথায়? কাজ মিলছে না। টাকা রোজগারের জন্য খুন-খারাপি, ডাকাতি-ছিনতাই, চোরাকারবার, নারী পাচার, শিশু পাচার বেড়েই চলেছে। এইরকম একটা অবস্থা। জিনিসপত্রের দাম সাংঘাতিক ভাবে বেড়েই চলেছে। একদিকে আম্বানি-জিন্দাল-আদানি-টাটাদের মুনাফার পাহাড়, ধনদৌলত, সম্পদ বেড়েই চলেছে, অন্য দিকে কোটি কোটি মানুষ দিনকে দিন রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণ যাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উচ্ছেদ করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ এই প্রকৃত কমিউনিস্ট দল গড়ে তুলেছিলেন।

এই যে করোনা অতিমারি, এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল, তা সরকার নেয়নি। এই রোগের উৎপত্তি চীনের হুয়ান শহরে। প্রথম থেকেই যদি ওখানকার সাথে যোগাযোগ, যানবাহন বন্ধ করা হত, তা হলে সারা বিশ্বে, আমাদের দেশে এই রোগ ছড়াতে পারত না। এত কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হত না, কয়েক কোটি মারা যেত না। কিন্তু হুয়ান শহরের সাথে এই দেশের পুঁজিপতিদের, বিশ্বের পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করা হয়নি। ওদের মুনাফা অর্জনের লালসায় তাই এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল। ওরা মিলিটারি বাজেটে কোটি কোটি টাকা ঢালছে, পুলিশ বাজেটে টাকা ঢালছে। মন্ত্রীরা, এমএলএ, এমপিরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে। কিন্তু হাসপাতাল বাড়াচ্ছে না। প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই, ওষুধপত্র নেই, চিকিৎসার সুযোগ নেই। বিনা চিকিৎসায় হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছে। নদীর জলে কত মৃতদেহ ভাসছে। এমনকি সারা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের উদ্যোগে বিজ্ঞানী-চিকিৎসাবিদদের সম্মিলিত করে এই মারণব্যাধির মোকাবিলা করার কোনও আয়োজন করেনি। মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই সুযোগে কে কত মুনাফা লুটতে পারে।

পুঁজিবাদ এ দেশে আরও কিছু আক্রমণ শুরু করেছে। চাষিদের খেত-খামার-ফসলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করছে। এ সব গ্রাস করছে আরও মুনাফা লুটবার জন্য। যার বিরুদ্ধে দিল্লিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলছে। ফলে এমন দিন আসছে চাষিদের হাতে জমি থাকবে না, ফসলের অধিকার থাকবে না। তা ছাড়াও বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আসছে, যারা ব্যবসা, হাট-বাজার চালাবে, যাতে ধ্বংস হবে কোটি কোটি গরিব দোকানদার, হকার, হাট-বাজার।

আর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ অন্তত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মানুষকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। আগামী ৫০-৬০-৭০ বছরের মধ্যে আপনারা যেখানে মিটিং করছেন সে স্থলটা থাকবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ বিশ্ব-উষ্ণায়ন ঘটছে। কয়লা, পেট্রল, ডিজেল এইসব ব্যাপক ব্যবহার করার ফলে যে গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হচ্ছে তার ফলে অক্সিজেন নষ্ট হচ্ছে, ওজোন স্তর নষ্ট হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ছে প্রচণ্ডভাবে। উত্তাপ বাড়ার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের জল বাড়ছে। হিমালয়ের গ্লেসিয়ার গলে যাচ্ছে। একসময় হয়ত এই গঙ্গা নদী, পদ্মা নদী বা অন্য নদীও থাকবে না। এই যে বারবার সাইক্লোন হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, প্লাবন আসছে— এই কারণেই হচ্ছে। এরপর খরা বাড়বে, মরুভূমি হবে, সমুদ্র যে এগোচ্ছে একদিন এইসব গ্রাস করবে। এরও কারণ পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদ সমস্ত দিক থেকে আক্রমণ করছে। মানুষের বিবেক, ন্যায়নীতিবোধ এইগুলিকেও ধ্বংস করছে। ঘরে ঘরে অশান্তি, ঝঞ্ঝাট। প্রেম প্রীতি ভালবাসা বলে কিছু নেই। বৃদ্ধ বাবা মাকে পথে ফেলে দিচ্ছে সন্তান। অর্থের লোভ, লালসা এইসব জিনিস জাগিয়ে দিচ্ছে। মদ খাও গাঁজা খাও, নেশা করো, মেয়েদের দেহ নিয়ে ফুর্তি করো। নারী ধর্ষণ, গণধর্ষণ, শিশুকে ধর্ষণ, বৃদ্ধা নারীকে ধর্ষণ, এমনকি বাপ হয়ে কন্যাকে ধর্ষণ, এগুলি প্রতিদিনই খবরের কাগজে সংবাদ। এ জিনিস পশু জগতেও ঘটে না। খবরের কাগজে যা আসে না তা আরও ভয়ঙ্কর। মানুষকে পুরোপুরি অমানুষ বানিয়ে দিচ্ছে, চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে, এরা কেউ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামদের ঐতিহ্য বহন করে না। এঁদের স্মরণ করে না। ফিল্মস্টারদের কদর্য কাহিনি, ক্রিকেট প্লেয়ারদের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরছে। এইভাবেই ছাত্র-যুবকদের মনুষ্যত্ব-বিবেক ধ্বংস করছে। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। যাতে মানুষ বলে কেউ না থাকে, প্রতিবাদ না করতে পারে। আন্দোলন করতে না পারে, লড়াই না করতে পারে। এইরকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ফলে গোটা জাতি, গোটা মানবজাতি আজ ভয়ঙ্কর

সাতের পাতায় দেখুন

চাষি-মজুরের অন্তহীন সংগ্রামের কথা

একের পাতার পর

চব্বিশ পরগণার গণআন্দোলনের শহিদের স্মৃতি বহনকারী পুস্তকের প্রকাশ অনুষ্ঠান।

কোভিড মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে জমায়েত সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। তবু অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার প্রান্তে প্রান্তে উঠেছে আবেগের ঢেউ। তার স্পন্দনে আন্দোলিত হয়েছে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানও। যে লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছে এই বই, তার সাথে জড়িয়ে আছে এই জেলার অসংখ্য মানুষের স্মৃতি

কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের গার্ড অফ অনার

শিবনাথ শাস্ত্রী ভবনের বাইরে জায়েন্ট স্ক্রিনে চোখ রেখে শুনছেন বহু মানুষ

এবং অভিজ্ঞতা। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে তাঁদের সকলকে জয়নগরে অনুষ্ঠানে আসতে বলা যায়নি। তবু শিবনাথ শাস্ত্রী ভবনে এই সীমাবদ্ধ জমায়েতেরও জায়গা কুলোয়নি। হলের চত্বরে এবং বাইরের রাস্তাতেও চেয়ার পেতে বসে জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে মঞ্চে চোখ রেখেছিলেন কয়েক শত মানুষ। রাস্তায় প্রখর রোদ, কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। নতুন সংগ্রামের মানসিক পাথেয় সংগ্রহ করতেই যে তারা

উদ্বোধনের পর শহিদদের ইতিহাস সংবলিত বইটি কমরেড রবীন মণ্ডলের হাতে তুলে দিচ্ছেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

এসেছেন। অঞ্চলে অঞ্চলেও শত শত মানুষ ফোনেই অনলাইন সম্প্রচারে চোখ রেখে যুক্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে।

হলের বাইরে রক্তপতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য এবং জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। গণআন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রেণি সংগ্রামের রাস্তায় যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা কমরেড রবীন মণ্ডল। রক্তপতাকা ও শহিদ বেদির সামনে কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল সদস্যরা রক্তপতাকা হাতে গার্ড অব অনার জানালেন শহিদদের প্রতি।

মূল মঞ্চে শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। কমরেড রবীন মণ্ডল গ্রহণ করলেন সভাপতির আসন। জেলার প্রবীণ নেতা কমরেড নলিনী প্রামাণিক বয়সের ভারে চলৎশক্তি হারিয়েছেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে বাড়িতে থাকতে পারেননি। কর্মীদের সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য এসেছিলেন ইতিহাসের ছোঁয়া নিয়ে যেতে। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নেতা কমরেড পাঁচু নস্কর। মঞ্চে তখন উপস্থিত দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) -র কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড মানস নন্দী।

শহিদদের স্মরণে গৃহীত হল শোক প্রস্তাব। নীরবতার মধ্য দিয়ে সকলে স্মরণ করলেন অমর শহিদদের সংগ্রামকে। সুন্দরবনের মৈপীঠ সূচিত করেছে মহান সংগ্রামের এক বড় অধ্যায়। সেই মৈপিঠের সংগ্রামের স্মরণে রচিত গান মনে গেঁথে দিয়ে গেল একটি লাইন 'নোয়াতে পারেনি কেউ মাথা তার'। এই তো সেই কথা যাকে ভিত্তি করে এই শহিদ স্মরণ সমাবেশ, যে কথা রক্তের অক্ষরে মানুষের অন্তরে লিখে দিয়ে গেছেন ১৯২ জন শহিদ। এরপর মাধাই হালদার স্মরণে গান— ব্যথা আর শপথে মিলে ধাক্কা দিয়ে যায় যে কোনও মানুষের বিবেকের দরবারে।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার শহিদদের ইতিহাস সংবলিত বই উদ্বোধন করে তা তুলে দিলেন সভার সভাপতি ও তেভাগা আন্দোলনে জনগণের মুখে মুখে 'সুন্দরবনের রবিনহুড' বলে পরিচিতি লাভ করা কমরেড রবীন মণ্ডলের হাতে। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এই জেলার বহু সংগ্রাম, বহু আত্মদানের ইতিহাসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে। তিনি অনলাইন ভাষণে তুলে ধরলেন সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। হলের পর্দায় এবং সর্বত্র অসংখ্য কর্মী-সমর্থক সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহে তা শুনেছেন। (পূর্ণ ভাষণটি আলাদাভাবে প্রকাশ করা হল)

কমরেড সৌমেন বসু তাঁর ভাষণে বলেন, লেনিন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের রূপরেখা দিয়ে গিয়েছিলেন। আজকের সময়ের চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাকে বিকশিত ও উন্নত রূপ দিয়েছেন এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। এই পথেই তিনি জন্ম দিয়েছেন এসইউসিআই (সি) দলকে।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এক মহান বিপ্লবী দলের

হলের মধ্যে সমাবেশের একাংশ

একজন হতে পেরে আমরা আজ গৌরব বোধ করি। এই দলের জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠার পিছনে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অগণিত কর্মী-সমর্থক-নেতা এবং সাধারণ মানুষের যে অবদান তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে গান এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সভা। এলাকায় ফিরে যাচ্ছেন কমরেডরা, সঙ্গে সদ্য প্রকাশিত লড়াইয়ের ইতিহাস। এ নিছক কিছু কাহিনি বর্ণনার ইতিহাস নয়। রক্তে ভেজা নোনা মাটির সংগ্রামের এ ইতিহাস কত নতুন নতুন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে সঠিক লক্ষ্যে অবিচল থাকার জন্য। মনে হচ্ছিল— যাঁরা পরম যত্নে বুকে করে নিয়ে যাচ্ছেন এই বই, তাঁদের আরও কত জনের রক্ত ঝরবে এই মাটিতে, কত জন প্রাণ দিয়ে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করে যাবেন। ভারতের মাটিতে শোষণহীন নতুন সমাজ গড়ার ব্রতে অবিচল সংগ্রামের শেষ নেই।

খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি

একের পাতার পর

খেতে হচ্ছে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মানুষ অনাহার-অর্ধাহার-অপুষ্টির পথ বেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। মূল্যবৃদ্ধি এই ভাবে নিঃশব্দ ঘাতক রূপে হানা দিচ্ছে দুয়ারে।

খাবারের দাম বাড়লে মানুষ অসম খাদ্য অর্থাৎ, যা গ্রহণ করলে পুষ্টি হয় না, এমন জিনিস দিয়েই পেট ভরাতে বাধ্য হয়। সাধারণত মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি প্রোটিন যুক্ত খাবারের মূল্য সর্বাধিক হয়ে থাকে। তুলনায় কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবারের দাম কম থাকে। ফলে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি ঘটলে মানুষ প্রোটিন, ভিটামিন ও বিভিন্ন পুষ্টি গুণসম্পন্ন খাদ্য ক্রমশ কমাতে থাকে। উচ্চবিত্তদের এ নিয়ে সমস্যা নেই। সমস্যা গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের। কারণ এই অংশের স্থায়ী রোজগার নেই, যতটুকুও বা ছিল অতিমারি লকডাউন জারি তা ভেঙে দিয়েছে। এরাই জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের বেশি। এদের পুষ্টিগুণসম্পন্ন আহারের ভারসাম্য নষ্ট হলে, অর্থাৎ, যে খাদ্য উপাদান যতটুকু পরিমাণে গ্রহণ করা সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি, মূল্যবৃদ্ধি সহ রোজগারহীনতার কারণে তা গ্রহণ করতে না পারলে মারণ প্রভাব পড়ে জনজীবনে। বয়স্করা নানা রোগের শিকার হন। শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাদের মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশ যথাযথ ভাবে গড়ে ওঠে না। তাদের কর্মক্ষমতায় থেকে যায় ঘাটতি। ঠিক মতো গড়ে ওঠে না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও। নারীদের ক্ষেত্রে এই সংকট আরও বেশি। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংকট ভয়াবহ। প্রসবকালে অনেকেরই জীবন সংশয় ঘটে। জন্ম হয় অপুষ্ট শিশুর। পরিণাম শিশুমৃত্যুর হার বাড়ে। এই ভাবে মূল্যবৃদ্ধি এক ভয়াবহ প্রভাব রেখে যায় জনজীবনে।

মূল্যবৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তা ধ্বংস করে। বৈদেশিক আক্রমণের চেয়েও এর মারণ ক্ষমতা কোনও অংশে কম নয়। অথচ মূল্যবৃদ্ধি রোধে মোদি সরকারের কোনও হেলদোল নেই। ভোজ্য তেলের দাম এখন ২০০ টাকার কাছাকাছি। গত এক বছরে লিটার প্রতি দাম ৫০ টাকার বেশি বেড়েছে। এখানেও রয়েছে মোদি সরকারের ভূমিকা। মোদি সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন করে সমস্ত রকম তৈলবীজকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকার বাইরে রেখেছে, যার অর্থ, এগুলো মজুত করা যাবে, বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা করা যাবে। এর ফলেই মূল্যবৃদ্ধির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এর সঙ্গে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি মারাত্মক ঘটেছে। পেট্রল-ডিজেলের উপর কেন্দ্র-রাজ্য ট্যাক্স বসিয়ে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে পরিবহণের খরচ বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিকে অসহনীয় করে তুলেছে।

গ্যাসের এই দাম বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক কারণে ঘটেনি। আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির দাম কমছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি মেট্রিক

সাতের পাতায় দেখুন

মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের মিত্রই

দুয়ের পাতার পর

আফগানিস্তানের জাতীয় আয়ের ৪৫ শতাংশই হল বিদেশি ঋণ বা সাহায্য। কার্যত অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খুব সামান্য। দেশের একটা বিরাট অংশের আর্থিক পরিস্থিতি নির্ভর করে গোপন ড্রাগ উৎপাদন ও তা পাচারের উপর। তালিবান, এবং নানা উপজাতির যুদ্ধ প্রধানরা যেমন এর উপর নির্ভরশীল, একইভাবে মার্কিন পুঁজি মালিকদের অনেকেই গোপনে এর সাথে যুক্ত। আফগান সরকারের কর্তারাও এর বড় ভাগিদার (নরওয়েজিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স রিপোর্ট ২০১৭)। সীমাহীন দুর্নীতি, জালিয়াতি মার্কিন-আফগান প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

২০০৪ সালে কারজাই সরকারকে সামনে রেখে যে সংবিধান আফগানিস্তানে মার্কিন কর্তারা চালু করিয়েছেন, তাতে রাজনৈতিক দলের কোনও গুরুত্ব নেই। ফলে কোনও নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া এবং তার ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ আফগানিস্তানে নেই। মূলত ধনী ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী আমলা, সেনাকর্তা, উপজাতীয় আঞ্চলিক প্রভু এরাই একক ভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাদের মর্জিমাফিক দু'চারজন সাধারণ মানুষ সংসদে আসন পেতেও পারে, কিন্তু তারাও ওই ক্ষমতাশালীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য। এছাড়া আছে নির্বাচনে সীমাহীন দুর্নীতি। ২০১৪ সালে আশরাফ গনির নির্বাচনটাও ছিল পুরো জালিয়াতি। গণনা না করেই ভোটের কয়েক সপ্তাহ পর মার্কিন শাসকদের ইচ্ছানুসারে গনিকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লা আবদুল্লাকেও পকেটে ভরে রাখতে মার্কিন কর্তাদের নির্দেশে নতুন করে সিইও (মুখ্য কার্যনির্বাহী) পদ সৃষ্টি করে তাতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

২০ বছরের মার্কিন উপস্থিতি মৌলবাদীদের শক্তি বাড়িয়েছে

দখলদারির ২০ বছর সময় ধরে মার্কিন প্রভুরা তাদের সামরিক পরিকাঠামো, দূতাবাস, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ইংরেজি শিক্ষিত স্থানীয় কর্মচারীর অভাব মেটাতে কিছু উন্নত স্কুল, কলেজ, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ইত্যাদি খুললেও জনশিক্ষা বিস্তারের কোনও চেষ্টাই করেনি। মার্কিন হাতের পুতুল আফগান সরকারও এর কোনও দায় অনুভব করেনি। এর সুযোগ নিয়ে তালিবান সহ ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলি দেশের বিস্তীর্ণ অংশে তরুণদের মধ্যে মৌলবাদের প্রসার ঘটিয়ে গেছে অবাধে। শহরের কিছু অর্থবান পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেলেও বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে নারী জীবন মধ্যযুগীয় অন্ধকারেই ডুবে থেকেছে।

মার্কিন পুঁজির বিপুল লুঠ বজায় রেখেই সৈন্য প্রত্যাহার

মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে যে বিপুল অর্থ ২০ বছরে খরচ করেছে তার পুরোটাই সেনা কার্যকলাপের পিছনে গেছে। আফগানিস্তানের উন্নয়ন, পরিকাঠামো তৈরিতে তা কোনও কাজেই আসেনি। আবার এই অর্থ পরোক্ষভাবে মার্কিন অস্ত্র কোম্পানিগুলিরই পকেটে গেছে। আফগান সরকারের জন্য মার্কিন কর্তারা যে অস্ত্র ও সেনা পরিকাঠামো সরবরাহ করেছেন, তার পুরোটাই জুগিয়েছে কয়েকটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি। দরিদ্র আফগান জনগণের ঘাড় ভেঙে তারা বিপুল মুনাফা করেছে। আর মার্কিন সরকার বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার চ্যাম্পিয়ান সেজেছে।

মার্কিন শাসকরা বুঝেছে, জনজীবনের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমেরিকার হাতের পুতুল আফগান সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ একই সাথে মার্কিন বিরোধী তীব্র ক্ষোভে পরিণত হবেই। এই ক্ষোভ-বিক্ষোভকে ধর্মীয় মৌলবাদ ভিত্তিক উগ্র জাতীয়তার প্রচারের সাহায্যে নিজেদের পক্ষে টানার সুযোগ পেয়ে যায় তালিবান। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আশঙ্কা ছিল, এই গণবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দুর্বল হলেও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন আফগানিস্তানে আবার মাথা তুলতে পারলে তা মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধেও ধাবিত হবে। আফগান জনগণ একদিন সচেতন সমাজবিপ্লবের পথেও চলে যেতে পারে। তাতে সামগ্রিকভাবেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশ। **তাই গণবিক্ষোভকে কিছুটা স্তিমিত করার চেষ্টা এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বদলে তালিবানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে পরোক্ষে আফগানিস্তানে প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেই মার্কিন কর্তারা আপাতত সেনা প্রত্যাহারের পথে গেছে।**

মার্কিন সেনা রণতরী নিয়ে ভারতের সাথে মিলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ চিন সাগরে যতই দাপট দেখাক, পুরনো মার্কিন-মিত্র পাকিস্তানের সাথে সখ্যতা বাড়িয়ে চিন তার 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইরানের সাথে এবং রাশিয়া সংলগ্ন দেশগুলির সাথে চিনের বোঝাপড়া বাড়ছে। চিন চেষ্টা চালাচ্ছে মার্কিন বিরোধী ক্ষোভকে তার পক্ষে টানতে। তালিবান শীর্ষ কর্তারা কিছুদিন আগেই রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় চিন সফর করে এসেছেন। পুঁজিবাদী রাশিয়াও তালিবানের সাথে বোঝাপড়া করে আফগানিস্তানে তার উপস্থিতি রাখতে চাইছে। তারা দফায় দফায় তালিবানের সাথে গোপন এবং প্রকাশ্য আলোচনা চালিয়েছে। এ ছাড়া, সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগরীয় এলাকাতেও রাশিয়ার সাথে টক্করে মার্কিন নীতি প্রবল চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ পুতুল সরকারের জমানা দিয়ে আফগানিস্তানকে ধরে রাখতে গেলে মার্কিন শাসকদের আম-ছালা দুটোই খোয়াবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এই কারণেই আপাতত তারা আফগানিস্তান থেকে হাত গোটানোর কথা বলে তালিবানের মাধ্যমেই আফগানিস্তানে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার পরিকল্পনা করেছে।

তালিবান মার্কিন গোপন বোঝাপড়া

২০১৮ সাল থেকেই এই কাজ শুরু করেছে মার্কিন শাসকরা। সেই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কাতারের রাজধানী দোহায় তালিবানের সাথে আলোচনা শুরুর উদ্যোগ নেন। তালিবানদের দাবি মেনে মার্কিন সরকার সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে নিজেদের মদতপুষ্ট আফগান সরকারকেই আফগানিস্তান সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। যে তালিবানের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রবল যুদ্ধহঙ্কার ক্রমাগত শুনেছে পৃথিবী, যাদের বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করেছিল মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ পেন্টাগন, তাদের সাথেই এক বছর ধরে আট রাউন্ড আলোচনা চালায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে তালিবান হামলায় এক মার্কিন সেনার মৃত্যুর জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আলোচনা স্থগিত করে দিলেও অচিরেই আলোচনার ব্যগ্রতা দেখায় আমেরিকান প্রশাসন। কারণ, এই সুযোগে চিন এবং রাশিয়া বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেবে এই আশঙ্কা তাদের ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, আলোচনায় মার্কিন আগ্রহটাই বেশি। অবশেষে ২০২০-র ২৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন-তালিবান চুক্তি হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের মানুষের কাছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার চিন্তাটাই বড় হয়ে ওঠে। ফলে তাঁরা চুক্তির খুঁটিনাটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাননি।

চুক্তির প্রধান পাঁচটি বিষয় ছিল, তালিবান কথা দেবে কোনও বিদেশি শক্তিকে তারা আফগান মাটি ব্যবহার করে অন্য দেশকে আক্রমণ করতে দেবে না, ১৪ মাসের মধ্যে আমেরিকান ও ন্যাটো সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ অপসারণ, আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আলোচনা শুরু এবং পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক রোডম্যাপ তৈরি হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল ২৯ মে ২০২০-র মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকা এবং ২৭ আগস্ট ২০২০-র মধ্যে মার্কিন তালিকা থেকে তালিবানের সন্ত্রাসবাদী নাম কাটা যাবে। এই চুক্তির পরেই মার্কিন চাপে আফগান সরকার ৫ হাজারের বেশি তালিবান বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির পর দোহাতে আফগান সরকারের সঙ্গে তালিবানের আলোচনা শুরু হলেও মার্কিন অনিচ্ছায় তা থেমে যায়। কার্যত তখনই মার্কিন সরকারের হাত ধরে তালিবানই হয়ে উঠতে থাকে আফগানিস্তানের প্রধান চালক, সরকারের ভূমিকা নস্যাৎ হয়ে যায়।

তালিবান এখন মার্কিন দোসর

এই চুক্তির একটি অংশ আছে যা গোপন। এর ভিতরে কী কী শর্ত আছে জানা মুশকিল। এমনকি মার্কিন কংগ্রেস ও সেনেটেও চুক্তির পুরো শর্ত জানাতে ট্রাম্প সরকার অস্বীকার করেছে। জো বাইডেনও সেই লাইন মেনে চলছেন। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন তালিবান হবে 'কাউন্টার টেরোরিজম ফোর্স' বা 'সন্ত্রাস বিরোধী শক্তি'। এই প্রস্তাবেই ইঙ্গিত আছে যে, তালিবানকে তাদের দোসর বানাতে চায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তালিবান এবং আলকায়দার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী হুঙ্কার দিয়ে আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে আমেরিকান শাসকরা। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন কিংবা লেবাননে মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে যখনই সে সব দেশের নির্বাচিত সরকারের সামরিক বাহিনী আইনসঙ্গত ভাবে নিজের দেশ রক্ষায় রুখে দাঁড়িয়েছে— মার্কিন কর্তারা সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। লিবিয়াতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে পিটিয়ে হত্যা করায় মদত দিয়েছে। এখন তালিবান মার্কিন শর্তে চলতে রাজি হয়ে যেতেই, সঙ্গে সঙ্গে তারা বনে গেল 'সন্ত্রাস বিরোধী শক্তি'!

এই তথ্যটি মাথায় রেখে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনার দেশে ফেরার প্রেক্ষিতটি বিচার করলে বোঝা যায়, আসল মার্কিন মতলবটি কী? প্রবল চাপে পড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আপাতত এই পথেই আফগানিস্তানে তার পরোক্ষ উপস্থিতি বজায় রাখতে পারবে। মার্কিন সহযোগী হিসাবে তালিবান, আল-কায়দা, আইএস গোষ্ঠীরা অর্থ, অস্ত্র সবই পাবে। বিনিময়ে আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন স্বার্থের যোগসূত্র হয়েই তারা থাকবে। মতলব আরও পরিষ্কার হয়, যখন দেখা যায়— চুক্তির নানা ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে বলা আছে, মার্কিন মিলিটারি চলে গেলেও আফগানিস্তানে তাদের গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ-র শক্তিশালী উপস্থিতি তালিবান মেনে নেবে। অবশ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপে পড়ার সুযোগে চিন এবং রাশিয়াও তালিবানকে কাজে লাগিয়ে একই ধরনের মতলব হাসিল করতে চাইছে। এর জেরে এই এলাকায় নতুন করে যুদ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠা দূরে থাক, আরও বড় অশান্তির সম্মুখীন হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে আফগানিস্তান।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত এবং পাকিস্তানের ভূমিকা

পাকিস্তানের পুঁজিবাদী শাসকরা তালিবানের এই উত্থানে প্রবল উল্লসিত। এর থেকে তারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফয়দা তোলার আশা করছে। কারণ তারাই এতদিন ধরে তালিবানকে মদত দিয়েছে। এখন তা কাজে লাগবে। বিশেষত পুঁজিবাদী চিনের শাসকরা তালিবানের পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পাকিস্তান নানা দিক থেকের সুবিধার আশা করছে।

কাতারের রাজধানী দোহাতে ভারতীয় দূতাবাসে ৩১ আগস্ট তালিবানের মুখপাত্র স্ট্যাকিজাইয়ের সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্য বৈঠক করেছেন। এর আগে ভারতীয় বিদেশ সচিব হর্ষ শ্রিংলা বলেছিলেন, ভারতীয় বহুজাতিকদের বিনিয়োগগুলি রক্ষা করার জন্য তালিবান কর্তৃপক্ষের সাথে সরকার কথা বলবে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২১.০৮.২১)। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবাদাস হিসাবে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আফগানিস্তানে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের ৩ বিলিয়ন ডলার (২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকারও বেশি) বিনিয়োগ রক্ষা করতেই ব্যস্ত। অথচ, আফগানিস্তানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি তাঁরা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তালিবানের কাবুল জয় সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই দিল্লির নির্দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁর সব ভারতীয় অফিসারদের নিয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করেছেন। ভারতে ফিরতে চাওয়া ভারতীয় নাগরিক ও আফগান আশ্রয়প্রার্থীদের অন্য দেশের সেনাবাহিনী, কিংবা তালিবানদের দয়া ভিক্ষা করে বিমানে উঠতে হয়েছে। দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ব

সাতের পাতায় দেখুন

জয়নগরের সংগ্রামী ঐতিহ্য

চারের পাতার পর

সঙ্কটের সামনে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে। এর বিরুদ্ধে একমাত্র মুক্তির পথ মার্কসবাদ লেনিনবাদ, শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। যাকে হাতিয়ার করে আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) লড়ছে, ভারতের বহু জায়গায় আন্দোলন করছে। দিল্লির কৃষক আন্দোলনেও আমরা একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে চলেছি। আমাদের কর্মীরা সেখানে কাজ করছে। রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলনে কাজ করছে।

এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কংগ্রেস আমাদের কর্মীদের খুন করেছে। সিপিএমও আমাদের কর্মীদের খুন করেছে। তৃণমূলও খুন করেছে সর্বশেষ। এদের লক্ষ্য, বিপ্লবী দলকে খতম করো। লড়াইয়ের শক্তিকে খতম করো। যেভাবেই হোক এমএলএ-এমপি করার পিছনে আমরা ছুটি না। একবার সিপিএম, আরেক বার তৃণমূল আমাদের এই এমএলএ-মন্ত্রীত্বের অফার দিয়েছিল, নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আমরা রাজি হইনি। কারণ কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দল গড়েছেন শোষিত গরিব মানুষের শোষণমুক্তির জন্য, লড়াই-আন্দোলনের জন্য, পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের জন্য, যে-কোনও উপায়ে এমএলএ-এমপি-মন্ত্রীত্বের গদি পাওয়ার জন্য নয়।

কমরেড ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী আমরা চাই উন্নত চরিত্র নৈতিক বল। আমাদের কাছে ৫০টা ১০০টা এমএলএ এমপি-র চেয়েও একজন ক্ষুদিরাম, একজন কানাইলাল ভট্টাচার্য, একজন বাঘাযতীন, একজন প্রীতিলতা, একজন আসফাকউল্লা খান অনেক মূল্যবান সম্পদ। এইভাবেই আমরা দলের কর্মীদের কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় গড়ে তুলছি। এটাই আমাদের শক্তি। যে সিপিএম ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে আমাদের উপর এত আক্রমণ করল, এত কর্মীকে খুন করল, আজ সে সিপিএম কোথায়? সরকার নেই মানে তার কিছুই নেই। আমরা কিন্তু সরকারের শক্তির জোরে দাঁড়াইনি। এম এলএ, এমপি-র শক্তির জোরে দাঁড়াইনি। আমরা দাঁড়িয়েছি আদর্শের শক্তির জোরে, উন্নত নৈতিক বল ও শক্তির জোরে। তাই আমাদের দল ভাঙছে না। বরং আমাদের দল এগিয়ে চলেছে।

আমার বেশি সময় নেওয়ার প্রশ্ন আজ নেই। আমি বলছি যাঁরা আছেন, এঁরাও অনেক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এসেছেন। যাঁরা বীর শহিদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের বংশধররা জীবিত। তাঁদের পাড়া প্রতিবেশীদের বংশধররাও জীবিত। এখন যে জনগণ জীবিত তাঁদের আমি বলব, তাঁদের পূর্বপুরুষরা যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, টাকার লোভে নয়, মন্ত্রিত্বের লোভে নয়, এমএলএ, এমপির আকর্ষণে নয়, বিপ্লবী আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে শোষিত মানুষের স্বার্থে সংগ্রামের আহ্বানে সামিল হয়েছিলেন। তেমনই আজও লোভ-লালসা, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, যেগুলি দিয়ে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে, বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে, যে পথে এখন তৃণমূল এবং অন্যদলগুলো শাসন করছে, তাকে ঘৃণায় বর্জন করুন। বিবেক-মনুষ্যত্ব বিক্রি করে পাওয়া— সেটা কি যথার্থ পাওয়া? সেটা হারানো। ইতিহাসে যাঁদের বড় মানুষ মনে করেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা কী শিক্ষা দিয়ে গেছেন, কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেটা স্মরণ করুন।

বিজেপি গোটা দেশে হিন্দু মুসলিম বিভেদ আনছে, জাতপাত, উপজাতিগত বিভেদ আনছে জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য। আমাদের দলে কে হিন্দু-মুসলিম, কে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ট্রাইবাল-ননট্রাইবাল এ রকম কোনও পরিচয় নেই। সকলেই শোষিত মানুষ, অত্যাচারিত মানুষ— এইটাই পরিচয়। আমরা মনে করি, সমাজ দুইভাগে বিভক্ত। একটা শোষক শ্রেণি আর একটা শোষিত। একটা পুঁজিপতি শ্রেণি আর একটা শোষিত শ্রমিক শ্রেণি। শোষিত মানুষের এই ঐক্যটাকে আমরা গড়ে তুলতে চাই।

আমার শেষ কথা, যারা এখনও জীবিত আছেন, সেই অতীতের সংগ্রামী যোদ্ধাদের বংশধর বা তাঁদের প্রতিবেশীদের বংশধর হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরাও বীরের মতো দাঁড়ান। বিপ্লবী ঝান্ডাকে বহন করুন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)কে শক্তিশালী করুন এবং গণআন্দোলন সংগঠিত করুন। গণআন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সেই পথে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব সফল করা ছাড়া বাঁচার কোনও দ্বিতীয় পথ নেই। এটাই হচ্ছে আজকের সমাজের দাবি। এই কথা বলেই আমি উপস্থিত সকলকে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি।

খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি

পাঁচের পাতার পর

টন এলপিজির দাম গত তিন বছর ধরে ২০১৪ সালে ছিল ৮৮০ ডলার, ২০১৬ সালে তা কমে হল ৩৯৪ ডলার, ২০২১ এ তা আরও কমে হল ৩৮২ ডলার। (সূত্র ঃ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের পেট্রোলিয়াম প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সেল)

এই হিসাবে টাকার মূল্যে এক সিলিন্ডার গ্যাসের দাম হয় ৭৮৬.৬০ টাকা। এর সঙ্গে আমদানি শুল্ক, পরিবহণ, রিফিল, অন্তশুল্ক, ডিলার কমিশন ইত্যাদি যুক্ত করে দাম আরও বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও সরকার ভর্তুকি দিয়ে গ্যাস দিত ৪১০ টাকায়। তাহলে দেশের বাজারে দাম বাড়ল কেন? দাম বেড়েছে সরকারি সিদ্ধান্তে। পরিস্থিতি আজ অসহনীয় হয়ে উঠেছে সরকারি সিদ্ধান্তে গ্যাসে ভর্তুকি প্রায় উঠে যাওয়ায়। কয়েক বছর আগেও গ্যাসের দাম বাড়লে ভর্তুকিও বাড়ত এবং ৩০০র বেশি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হত। মোদি সরকার সব বন্ধকরে দিয়েছে। এখন প্রায় কোনও ভর্তুকিই ঢুকছে না।

অনেকেরই হয়ত মনে আছে, ২০০৮ এবং ২০১১ সালে মূল্যবৃদ্ধির ফলে খাদ্যদাঙ্গা ফেটে পড়েছিল আফ্রিকা এবং এশিয়ার ৩০টিরও বেশি দেশে। 'আরব বসন্ত' নামে যে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটেছিল আরব দেশগুলিতে, তার পিছনে ছিল মূল্যবৃদ্ধি জনিত খাদ্য সংকট। সেই বিস্ফোরণের অভিঘাতে সরকার বদলেছে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কারণে, তার গায়ে আচড়টিও পড়েনি। এখন ওই সব দেশে আবারও মূল্যবৃদ্ধির সংকট দেখা দিয়েছে। করোনা অতিমারির সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা দাম বাড়িয়ে মানুষকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে।

এদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য, সরকার তাদের খোঁজ রাখে না। মোদি সরকারের অর্থ মন্ত্রক এমন নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি করেছে। দেশের ২৩ কোটি মানুষ অতিমারি লকডাউনে হয় কাজ হারিয়ে, অথবা বেতন হ্রাসের বলি হয়ে প্রবল দারিদ্রে নিমজ্জিত। সিএমআইআই-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, শুধু এই আগস্টেই দেশে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। এদের প্রতি সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই? বেঁচে থাকার যে অধিকারের কথা সংবিধানে লেখা আছে, কী থাকে তার মূল্য, যদি না থাকে খাদ্যের সহজলভ্যতা? যদি খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নিরন্তর, যদি রান্নার জ্বালানির দাম বাড়ে অবিরাম, তাহলে এই সহজলভ্যতা আর থাকে না, সব অধিকার হয়ে যায় নিষ্ফলা। একটা সরকার গণতান্ত্রিক হলে, ন্যূনতম মানবিক হলে সে দেশের মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। অথচ পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে সরকারি অবহেলায়। এখানেই দরকার গণআন্দোলন। রেশনে পর্যাপ্ত চাল গম ছাড়াও ভোজ্যতেল দিতে হবে, গ্যাসে ভর্তুকি আগের মতো দিতে হবে, এই দাবিতে তীব্র গণআন্দোলন জরুরি।

মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের মিত্রই

ছয়ের পাতার পর

পালনে সরকার যতই অপদার্থতা দেখাক না কেন, একচেটিয়া মালিকদের সেবায় ঘাটতি দিলে তাদের চলে না। ভারত সরকার যখনই বুঝে গেছে মার্কিন কর্তাদের সাথে বোঝাপড়া করেই তালিবান আফগানিস্তানে এগিয়েছে, তৎক্ষণাৎ তারা একাধিকবার তালিবানের সাথে বৈঠক সেরে নিয়েছে।

বিজেপি-আরএসএস সদা ব্যস্ত থাকে তালিবান এবং আইএস-কে ইসলামের সাথে এক করে দেখাতে। আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে তারা নিঃশব্দে তালিবান আতঙ্ক ছড়ানোর প্রচার শুরুও করে দিয়েছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সহ কোনও বিজেপি মন্ত্রী একটি বারের জন্যও প্রকাশ্যে তালিবানের নাম করে একটি নিন্দাসূচক বাক্যও খরচ করেননি। শুধু বিজেপিই বা কেন— সিপিএম সিপিআইয়ের মতো মেকি মার্কসবাদী দলগুলিও তাদের যৌথ বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেছে, আগেকার তালিবানের থেকে এবারের তালিবানের চরিত্র পৃথক হবে এবং তারা গণতান্ত্রিক শাসনের পথেই এগোবে। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত না হলে এমন কথা কেউ বলতে পারে?

এ কথা ঠিক মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারিরা একে অপরের পরিপূরক। হিন্দু-মুসলমান সব মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিই আজকের দিনে পুঁজিপতি শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পায়। তাই আফগানিস্তানে তালিবানের রমরমা হলে, পাকিস্তানের সাহায্যে ভারতে তালিবান কিংবা আইএস কিছু সন্ত্রাসবাদী হামলা চালালে, আফগানিস্তানের মাটিতে মেয়েদের নতুন করে পরাধীন করা শুরু হলে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফয়দা তুলতে ভারতে সুবিধাই হবে।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজবাদই আজ সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা

আজকের দিনে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের লস্কর-ই-তইবা, তালিবান, বাংলাদেশের জামাত ই-ইসলামি, মধ্য এশিয়ার আইএস, মায়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক উগ্র গোষ্ঠী, মার্কিন মুলুকের শ্বেতাঙ্গবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী, ইউরোপের নব্য নাৎসিবাদী ইত্যাদি যে নামই করা যাক না কেন দেখা যাবে তারা অর্থ থেকে প্রচার সব কিছুর জন্য নির্ভর করে বুর্জোয়াদের টাকার থলির উপরেই। পুঁজিবাদের চরম শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান জনবিক্ষোভকে বিপথগামী করার জন্যই শাসক শ্রেণি এই অন্ধকারের শক্তিগুলিকে গড়ে তোলে ও নানাভাবে মদত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে তারা শোষিত মানুষের ঐক্যকে ভাঙে। এক দেশের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশে পাল্টা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরিতে তারাই মদত দেয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়, মানুষের মধ্যে জমে থাকা ন্যায্য ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভুল পথে ধাবিত হয়ে প্রকৃত অর্থে প্রতিবাদী মানুষেরই সর্বনাশ করে শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি, সমাজপরিবর্তনের ধারাও সাময়িকভাবে হলেও ব্যাহত হয়।

আফগানিস্তানের জনগণ আত্মত্যাগ বীরত্ব কিছু কম দেখাচ্ছেন না, অতীতেও তাঁরা বহু মূল্য দিয়েছেন। যদিও, একই সাথে আফগানিস্তান জুড়ে সাধারণ মানুষ তালিবান বিরোধী বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তালিবান বাহিনী গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করলেও বিক্ষোভ চলছে। মহিলারা কাবুল সহ নানা জায়গায় নিজেদের সম্মান এবং অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নামছেন। পঞ্জশিরে পর্বত ঘোরা উপত্যকায় তালিবান বিরোধী যোদ্ধারা প্রতিরোধ করছেন।

আফগান জনগণের এই দুর্দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন— '... আমাদের আশা, আফগানিস্তানের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল তালিবান জমানাকে রুখে দিয়ে তারা সে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই সঙ্কটের সময় আফগান জনগণের পাশে দাঁড়ান।'

আগামী সংখ্যায়

রেভোলিউশনারি আফগান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (আরএডব্লিউএ) নেত্রীর সাক্ষাৎকার

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় 'মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব' লেখাটি প্রকাশ করা গেল না

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ সফল করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকা ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধের আহ্বানকে সমর্থন জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, "কৃষকবিরোধী ও কর্পোরেটমুখী তিনটি কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ বাতিল এবং সমস্ত কৃষিপণ্যের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চালুর আইন তৈরি করার দাবিতে লক্ষ লক্ষ কৃষক দিল্লির সীমান্তগুলিতে অদম্য তেজে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মহান সংগ্রামে ইতিমধ্যে ছ'শোরও বেশি কৃষক মৃত্যুবরণ করেছেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী উদ্ধত আচরণ আবারও প্রমাণ করছে, চাষিদের জীবনের বিনিময়ে একচেটিয়া কারবারি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থসিদ্ধিতে তারা কতখানি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের দল প্রথম থেকেই সংগ্রামরত কৃষকদের পাশে রয়েছে এবং দেশ জুড়ে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই আন্দোলন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আমরা মনে করি, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের হীন ফ্যাসিবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করতে এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানো সমস্ত শ্রমজীবী মানুষেরই অবশ্যকর্তব্য। কারণ, এই আন্দোলন শুধু কৃষিজীবীদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে না, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক সহ সমস্ত শোষিত-নিপীড়িত মানুষের, যারা শাসক শোষকশ্রেণি ও তার সেবাদাস শাসক দলের নিষ্ঠুর আক্রমণে বিপর্যস্ত, তাদের সবার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে। সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম)-র ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধের ডাক আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সময়োচিত পদক্ষেপ। আমরা এই আহ্বানকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সমস্ত মেহনতি মানুষের প্রতি আমাদের আবেদন, এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করুন।

মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপের নিন্দায় আয়ুষ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম

ডাক্তারের অভাব মেটানোর অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রী গত ২৬ আগস্ট 'নার্স প্র্যাক্টিশনার্স' ও নন-রেজিস্টার্ড গ্রামীণ প্র্যাক্টিশনার্স' পদ সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করে জানিয়েছেন, এঁরা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা চালাবেন। আয়ুষ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এর বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, এর দ্বারা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষকে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে দেখার ব্যবস্থা করছে। ফোরামের বক্তব্য দেশে বিরাট সংখ্যায় কর্মহীন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার-ঘাটতির দোহাই দিয়ে নার্স ও নন-রেজিস্টার্ড গ্রামীণ চিকিৎসকদের ডাক্তারির কাজে ব্যবহার করে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে সরকার বদ্ধপরিকর, যাতে সস্তায় তা কর্পোরেটদের হাতে ব্যবসার জন্য তুলে দেওয়া যায়।

পিএমপিএআই-এর নিন্দা ঃ পশ্চিমবাংলার নন-রেজিস্টার্ড ইনফর্মাল চিকিৎসকদের বৃহত্তম সংগঠন 'প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' (পিএমপিএআই) ২৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রীর 'নার্স প্র্যাক্টিশনার' পদ সৃষ্টির জনস্বার্থবিরোধী ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে অবিলম্বে এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর রাজ্যে রাজ্যে কৃষক শহিদ দিবস পালিত

জনবিরোধী কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষক সুশীল কাজলকে পিটিয়ে হত্যা করেছে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের পুলিশ। এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং এআইকেকেএমএস ১ সেপ্টেম্বর কৃষক শহিদ দিবস পালনের ডাক দেয়।

এসইউসিআই(সি)দলের পক্ষ থেকে তাকে সমর্থন জানিয়ে দেশ জুড়ে বহু জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

সিংঘু বর্ডার, দিল্লি-হরিয়ানা

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

'৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন ও '৯০-এর গণআন্দোলনের শহিদ স্মরণ

১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট কংগ্রেস সরকার খাদ্য আন্দোলনে গুলি চালিয়ে ৮০ জনকে হত্যা করে। ১৯৯০ সালে ৩১ আগস্ট সিপিএম সরকার পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে গুলি চালায়। কমরেড মাধাই হালদার শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এই শহিদদের স্মরণে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ৩১ আগস্ট শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে কমরেড মাধাই হালদারের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের সময় এসপ্ল্যানেডে তাঁর শহিদ বেদিতে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোরা গুপ্ত এবং ফ্রন্ট ও আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

কিসান মহাপঞ্চায়েত

দিল্লির লাগাতার কৃষক আন্দোলনকে সারা দেশে আরও ছড়িয়ে দিতে ৫ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে অনুষ্ঠিত হয় কিসান মহাপঞ্চায়েত। এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান (ইনসেট) গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শিল্পীহত্যার প্রতিবাদে পিসিএ

আফগানিস্তানের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী ফাওয়াদ আন্দারাবিকে তালিবানরা মধ্যরাতে ঘর থেকে বের করে নৃশংসভাবে খুন করেছে। এর আগে সেখানকার বিখ্যাত কৌতুক শিল্পী নজর মহম্মদকেও গুলি করে হত্যা করেছে।এর তীব্র নিন্দা করেছে প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (পিসিএ)। সংগঠনের আহ্বায়ক কুমকুম সরকার ৩০ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, আমাদের দেশেও ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদীরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একই ধরনের ফতোয়া চালু করতে সচেষ্ট। সকল স্তরের মানুষের আজ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সংগঠনের দাবি, তালিবানের এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com